দ্বীন ইসলামের মূলভিত্তি

দ্বীন ইসলামের মূলভিত্তি

১৪৪৭ হিজরি

প্রকাশনায়:

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়:

আসলুদ-দ্বীন

আসলুদ-দ্বীন বা দ্বীনের মূলভিত্তি হলো আল্লহ -ﷻকে স্বীকৃতি দেওয়া, এককভাবে তাঁর ইবাদাত করা, তিনি ব্যতীত অন্য সকল কিছুর ইবাদাত বর্জন করা, মু'মিন মুসলিমদের আল্লহ'ﷻর জন্য ভালোবাসা, সমর্থন করা এবং যে ব্যক্তি আল্লহ 'ﷻর সাথে শিরক করে তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তাকে ঘৃণা করা, তার সাথে শত্রুতা করা।

এই হল আসলুদ-দ্বীন। মুকাল্লাফ (যার উপর শারীয়াহ'র হুকুম বাস্তবায়িত হয়) কোনো ব্যক্তির মধ্যে তা পাওয়া না গেলে তার উজর(অজুহাত) গ্রহণযোগ্য হবে না(অর্থাৎ তাকে কাফির বলা হবে)। যদিও সে জাহিল বা অজ্ঞ হয়। তার নিকট রিসালাতের হুজ্জাত বা প্রমাণ পৌঁছাক অথবা না পৌঁছাক তা সমান। অথবা অন্য শব্দে বলা যায়, তার নিকট কোনো রসুল এসেছে অথবা আসেনি তা সমান।

ইমামুল মুফাসসিরীন ইবনে জারীর আত-ত্ববারী আসলুদ-দ্বীনের কিছু আলোচনার পর বলেন, "মুকাল্লাফ কোন ব্যক্তির জাহালতের উজর গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার নিকট কোন রসুল এসেছে অথবা কোন রসুল আসেনি, সৃষ্টির কাউকে সে প্রত্যক্ষ করেছে অথবা নিজেকে ব্যতীত অন্য কাউকে প্রত্যক্ষ করেনি তা সমান।"

আসলুদ দ্বীনের কোনো একটি রুকুনের অনুপস্থিতি বা ভঙ্গ হওয়ার মাধ্যমে একজন ব্যাক্তি ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে মুরতাদ কাফিরে পরিনত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়:

ইমানের পরিচয়

ইমান হলো মুখে স্বীকার, অন্তরের বিশ্বাস এবং কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বয়। আবার এই তিনটার স্বতন্ত্রভাবে যেকোনো একটার দ্বারা ইমান ভঙ্গ হতে পারে।

ইমানের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ'র আক্বিদাহ হলো: ইমান বাড়ে এবং কমে, আল্লহ 'ﷻর বাধ্যতায় ইমান বাড়ে এবং অবাধ্যতায় ইমান কমে, ইমান ভঙ্গকারী কোনো কাজ কুফর-শিরক করলে সে কাফির, এতে তার অন্তরের বিশ্বাস যাই থাকুক না কেন (শুধু যাকে জোর-জবরদস্তি করা করা হয়েছে সে ব্যাতিত)।

এই সংক্রান্ত কিছু দলিল:

১. আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল, 'আল্লহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'? তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ। যদি আমি তোমাদের থেকে একটি দলকে ক্ষমা করে দেই, তবে অপর দলকে আযাব দেব। কারণ, তারা হচ্ছে অপরাধী।[1]

২. তারা আল্লহর কসম করে যে, তারা বলেনি, অথচ তারা কুফরী বাক্য বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী করেছে।[2]

৩. ...আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।[3]

---

[1] *আত তাওবাহ-৯: ৬৫-৬৬*

[2] *আত তাওবাহ-৯: ৭৪*

[3] *আল আনফাল-৮: ২*

৪. তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেছিলেন যেন তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি পায়;...।[4]

[4] *আল ফাতহ-৪৮ : ৪*

তৃতীয় অধ্যায়:

“লা ইলাহা ইল্লাল্লহ”-এর অর্থ ও শর্তসমূহ

“লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ”-এর অর্থ:

এর দুইটি রুকুন রয়েছে;

১. لا إله এর মর্মার্থ: “কোনো ইলাহ নেই (শরিক হিসেবে)”। ইলাহ অর্থ উপাস্য, যার উপাসনা বা ইবাদত করা হয়। আর ইবাদত হলো দুআ, ভয়, আশা, ভরসা, মানত, বিধান গ্রহণ ইত্যাদি।

২. إلا الله এর মর্মার্থ: “আল্লহই একমাত্র ইবাদতের হক্বদার”। অর্থাৎ একমাত্র তার কাছেই চাইতে হবে, তার উপরই ভরসা করতে হবে, এবং তাকেই বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ”-এর শর্তসমূহ:

১. জ্ঞান: “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ”-এর অর্থ ভালোভাবে জানা।

দলিল: “অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই।”[5]

দলিল: “যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যায় যে সে জানে যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (মুসলিম)

২. বলা/উচ্চারণ: জিহবা দ্বারা বলা বা উচ্চারণ করা।

---

[5] *মুহাম্মাদ ৪৭ : ১৮*

দলিল: তোমরা বল, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা নাযিল করা হয়েছে...।"[6]

দলিল: "আমি মানুষের সাথে লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা বলে 'আল্লহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লহ'র রসূল', এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত দেয়"। (আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত)

৩. দৃঢ় প্রত্যয়, নিশ্চিততা: সংশয়-সন্দেহ ছাড়াই নিশ্চিতভাবে উচ্চারণ এবং ধারণ।

দলিল: "মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি...।"[7]

দলিল: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি তাঁর রসূল। যে বান্দা এটির (কালিমা) ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করা ছাড়াই আল্লহ'র সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম)

৪. সত্যবাদীতা: সততার সাথে বলা, যে ব্যক্তি অসততার (অর্থাৎ মিথ্যা ও প্রতারণা) থেকে এটা বলে, তার ইসলাম বৈধ নয়, যেমন মুনাফিক।

দলিল: "যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লহর রসূল এবং আল্লহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁর রসূল। আর আল্লহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।" [8]

দলিল: "যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করবে যে, আল্লহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লহ'র রসুল, তার অন্তর থেকে আন্তরিক ও সত্যবাদী(সাক্ষ্যের ব্যাপারে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"।(মু'আয رضي الله عنه থেকে বর্ণিত)

৫. ভালোবাসা: একে ভালোবাসা।

[6] *আল বাকারা ২ : ১৩৬*

[7] *হুজুরাত ৪৯ : ১৫*

[8] *আল- মুনাফিকুন ৬৩ : ১*

দলিল: আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লহ ছাড়া অন্যকে আল্লহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লহকে ভালোবাসার মত ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লহর জন্য ভালোবাসায় দৃঢ়তর।"[9]

দলিল: "তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ইমানের মাধুর্য আস্বাদন করবে; আল্লহ ও তাঁর রসুল'কে অন্য কারো চেয়ে বেশি ভালবাসতে হবে...।" (আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত)

৬. আত্মসমর্পণ: অহংকার ছাড়া পরিপূর্ণভাবে কালিমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে দেওয়া।

দলিল: "তাদেরকে যখন বলা হত, 'আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই', তখন নিশ্চয় তারা অহঙ্কার করত।"[10]

দলিল: "যার অণু পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না"। (মুসলিম)

৭. একনিষ্ঠতা: ইখলাস বা একনিষ্ঠতার সাথে গ্রহণ করা ও শিরক পরিত্যাগ করা।

দলিল: "সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাক, তাঁর উদ্দেশ্যে দীনকে একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত করে। যদিও কাফিররা অপছন্দ করে।" [11]

দলিল: "নিশ্চয়ই আল্লহ জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিয়েছেন তার জন্য যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো ইলাহ নেই, এর দ্বারা আল্লহর সন্তুষ্টি কামনা করে। (ইতবান رضي الله عنه,)

৮. ত্বগুতকে অস্বীকার করা: একজন ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলতে পারে এবং এই বক্তব্য জ্ঞান, সত্যতা, নিশ্চিততা, শিরক পরিত্যাগ, সম্মতি ও গ্রহণযোগ্যতা, ভালবাসার সাথে এবং তা (অর্থাৎ আল্লহﷻর ভালবাসা) চাওয়ার মাধ্যমে বলতে পারে, কিন্তু সে তাগুতকে অবিশ্বাস/অস্বীকার করে না, তাহলে এই ব্যক্তিকে মুসলিম বলা হবে না, অর্থাৎ সে মুসলিম না।

---

[9] *আল-বাকারা ২ : ১৬৫*

[10] *আস-সাফফাত ৩৭ : ৩৫*

[11] *গাফির ৪০ : ১৪*

দলিল: ”অতএব, যে ব্যক্তি ত্বগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়।"[12]

দলিল: "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই এবং আল্লহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তাকে অবিশ্বাস করে, তার সম্পত্তি ও রক্ত হারাম(সুরক্ষিত) হয়ে যায়"।

এই কালিমা তার পাঠকের কোনো উপকারে আসবে না যতক্ষণ না সে এর শর্তসমূহ পূরণ করবে।

[12] আল- বাকারা ২ : ২৫৬

চতুর্থ অধ্যায়:

ইমান আনার প্রথম শর্ত "কুফর বিত ত্বগুত"

আল্লহ ﷻআদম সন্তানদের উপর প্রথম যা ফরজ করেছেন তা হলো "কুফর বিত ত্বগুত ওয়াল ইমান বিল্লাহ" (ত্বগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লহ 'ﷻর প্রতি ইমান আনা)।[13]

প্রমাণ; তার বাণী: "এবং অবশ্যই, আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে একজন রসূল [এই বলে] প্রেরণ করেছি যে, [একমাত্র] আল্লহর ইবাদত কর এবং ত্বগুতকে বর্জন করো।"[14]

"যে ত্বগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লহর প্রতি ইমান আনবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না। আল্লহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।"

"যারা ত্বগুতের ইবাদত থেকে দূরে থাকে এবং আল্লহর অভিমুখী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে।"

---

[13] *শাইখ সুলাইমান আল আশ- শাইখ বলেছেন, " এর কারণ' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ হলো... ইবাদাত কেবল আল্লহর জন্য, এ বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না, আল্লাহ ছাড়া অন্য সব উপাস্যকে অস্বীকার করা এবং তাদের ও তাদের উপাসকদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া" (তাইসীর)।*

[14] *ইমাম আত- তাবারী বলেছেন, "তিনি (তাআলা যিকরুহু) উল্লেখ করেছেন, 'নিশ্চয়ই আমি, হে মানবজাতি, তোমাদের পূর্ববর্তী প্রত্যেক উম্মতের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি, যেমন তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছি [এ কথা বলে]: একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে শিরক করো না; একান্তভাবে তাঁরই আনুগত্য কর এবং তোমাদের ইবাদাতকে খাঁটি ও একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্যই কর... আর শয়তান থেকে দূরে থাক, সতর্ক থাক যেন সে তোমাদের প্রলুব্ধ না করে ও আল্লহর পথ থেকে বিরত না রাখে'" (তাফসীর আত- তাবারী)। আশ- শানকীতী বলেছেন, "মহান ও সর্বোচ্চ আল্লাহ এই মহান আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে তিনি প্রত্যেক জাতির কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের দিকে ডাকেন এবং অন্য কিছুর ইবাদাত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন; আর এটাই হলো' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ" (আদওয়াউল বায়ান)।*

কুফর বিত-ত্বগুতের বর্ণনায় বলা যায়; তা হল আল্লহ ﷺব্যতীত অন্যের ইবাদতকে বাতিল বলে বিশ্বাস করা, তা পরিত্যাগ করা, ঘৃণা করা, এর লোকদের কাফির ঘোষণা করা এবং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা।[15]

আল্লহ 'ﷺর উপর ইমান আনার অর্থ; এটা বিশ্বাস করা যে আল্লহ 'ﷺই একমাত্র উপাসিত, আল্লহ 'ﷺর জন্য সকল প্রকার ইবাদতকে শুদ্ধ করা এবং অন্য যে কোন ইবাদত থেকে তা বর্জন করা; ইখলাসের লোকদের ভালবাসা এবং তাদের সাথে মিত্রতা করা; এবং শিরককারীদের ঘৃণা করা এবং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা।[16]

ত্বগুতের পরিচয়:

আভিধানিক অর্থ: সীমালঙ্ঘনকারী, আল্লহদ্রোহী, বিপথে পরিচালনাকারী।

পারিভাষিক অর্থ: শরীয়তের পরিভাষায়, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই ((طاغوتত্বগুত যে, আল্লহদ্রোহী হয়েছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে, আর আল্লহর কোনো হককে নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছে এবং এমন বিষয়ে নিজেকে আল্লহর সাথে সমকক্ষ বানিয়েছে যা একমাত্র আল্লহর জন্য খাস।

সংজ্ঞা ১: আল্লহ ﷺব্যাতীত/ছাড়াও যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা'ই ত্বগুত।

সংজ্ঞা ২: যে আল্লহ 'ﷺর বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী'র দাবি করে তা'ই হলো ত্বগুত।

---

[15] *শাইখ আল- মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব অন্যত্র বলেছেন, "বরং ইসলামের দীন তখনই পূর্ণতা পায় যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য সব উপাস্য তাগুত থেকে বিচ্ছিন্নতা (বারাআত) প্রকাশ করা হয় এবং তাদেরকে কাফির হিসেবে সাব্যস্ত (তাকফির) করা হয়, যেমন তিনি (তাআলা) বলেছেন, 'অতএব, যে ত্বগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লহর প্রতি ঈমান আনে, সে দৃঢ় রজ্জুকে আঁকড়ে ধরল'" (আদ- দুরার)। নজদি দাওয়াহর কিছু ইমাম বলেছেন, "যারা মুশরিকদেরকে কাফির বলে সাব্যস্ত করে না, তারা প্রকৃতপক্ষে কুরআনের স্বীকৃতি দেয়নি। নিশ্চয়ই কুরআন মুশরিকদেরকে কাফির বলে সাব্যস্ত করেছে এবং তাদেরকে কাফির বলতে, শত্রু হিসেবে গ্রহণ করতে ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ দিয়েছে" (আদ- দুরার)।*

[16] *শাইখ সুলাইমান আল আশ- শাইখ বলেছেন, "তিনি মুমিনদেরকে ভালোবাসা ও তাদেরকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করা ফরজ করেছেন। তিনি এটাকে ঈমানের শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, যেমন তিনি ঈমানকে অস্বীকার করেছেন তাদের জন্য যারা 'আল্লহ ও তাঁর রসূলের শত্রুদেরকে ভালোবাসে, এমনকি যদি তারা তাদের পিতা, সন্তান, ভাই বা গোত্রের লোক হয়'" (আদ- দুরার)।*

সংজ্ঞা ৩: এটি (ত্বগুত) পরিবেষ্টন করে যে-কোনো কিছুকে যা আল্লহ ﷻব্যাতীত উপাসিত হয়। অতএব যা-কিছু আল্লহ ﷻব্যাতিত উপাসিত হয় এবং সে যখন উপাসিত হয়ে সন্তুষ্ট হয় তখন সে একজন ত্বগুত।

সংজ্ঞা ৪: আল-'আল্লামা ইবনুল-কাইয়্যিম رحمه الله বলেন, "ত্বগুত হচ্ছে এমন কিছু যা দ্বারা বান্দা ইবাদত, অনুসরণ বা আনুগত্যের মাধ্যমে সীমা লঙ্ঘন করে।

শায়খ সুলাইমান ইবনে সাহমান رحمه الله বলেন ত্বগুত ৩ ধরণের:

১. হুকুমের (আইনপ্রণেতা/বিচারক) ত্বগুত।

২. ইবাদাতের ত্বগুত।

৩. অনুসরণ ও আনুগত্যের ত্বগুত।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব رحمه الله বলেন, ত্বওয়াগীত অনেক, তাদের প্রধান হলো ৫টি:

১. শয়তান: যে আল্লহ ﷻব্যাতিত অন্যদের ইবাদতের জন্য ডাকে।

দলিল; তাঁর ﷻবাণী: "হে আদম সন্তান, আমি কি তোমাদের আদেশ করিনি যে তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না? নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" ইয়াসিন: ৬০

২. অত্যাচারী শাসক যে আল্লহ 'ﷻর বিধান প্রতিস্থাপন করে।(আইন প্রণেতা)

দলিল; তাঁর ﷻবাণী: ""আপনি কি তাদের দেখেননি যারা দাবি করে যে তারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা ইমান এনেছে এবং তারা ত্বগুতের কাছে (তাদের বিবাদে) বিচারের জন্য যেতে চায় এবং তাদের অবিশ্বাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং শয়তান তাদের পথভ্রষ্ট করতে চায়।"[17]

[17] *আন-নিসা ৪: ৬০*

৩. যে ব্যাক্তি আল্লহ ﷻযা(বিধান) নাযিল করেছেন তা ব্যাতিত অন্য কিছু দিয়ে শাসন করে।(বিচারক)

দলিল; তাঁর ﷻবাণী: “যারা আল্লহ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা বিচার করে না তারা (পূর্ণ)কাফির।”[18]

৪. যে দাবি করে তার গায়েবের জ্ঞান আছে।

দলিল; তাঁর ﷻবাণী: “তিনিই অদৃশ্যের জ্ঞানী, আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত রসূল ছাড়া। আর তিনি তখন তার সামনে ও তার পিছনে প্রহরী নিযুক্ত করবেন।”[19]

“সমস্ত গায়বের চাবিকাঠি তাঁর কাছে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না...।”[20]

৫. আল্লহ ﷻব্যাতিত যার ইবাদত করা হয় এবং তাতে সে সন্তুষ্ট থাকে।

দলিল; তাঁর ﷻবাণী: “আর তাদের মধ্যে যে-ই বলবে, ‘তিনি ছাড়া আমি ইলাহ’, তাকেই আমি প্রতিদান হিসেবে জাহান্নাম দেব; এভাবেই আমি যালিমদের আযাব দিয়ে থাকি।”[21]

ইমাম আল-মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ('(رحمه الله)র থেকে পাওয়া যায়, ৫টি বিষয়ের মাধ্যমে “কুফর বিত-ত্বগুত” অর্জিত হয়; সেগুলো হলো:

১. আল্লহ ﷻব্যতীত অন্যের উপাসনা বাতিলের বিশ্বাস।

২. এটিকে পরিত্যাগ করা।

৩. এটিকে ঘৃণা করা।

৪. এর লোকদের তাকফির করা।

[18] আল- মায়িদাহ ৫: ৪৪

[19] আল- জ্বিন ৭২: ২৬-২৭

[20] আল- আনআম ৫: ৫৯

[21] আল- আম্বিয়া ২১: ২৯

৫. আল্লহ ’ﷻর সন্তুষ্টির জন্য তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা।

ত্বগুতকে কিভাবে অস্বীকার করবেন:

১. ত্বগুতের ইবাদত বাতিল, এ আক্বিদাহ পোষণের মাধ্যমে।

দলিল; তাঁর ﷻবাণী: এটা এ জন্য যে, আল্লহই প্রকৃত সত্য। আর আল্লহ ছাড়া তারা যাকে ডাকে তা বাতিল ও অসত্য। আল্লহই সবার উচ্চে এবং আল্লহই মহান।[22]

২. ত্বগুতকে পরিত্যাগ ও ত্বগুত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে।

দলিল; তাঁর ﷻবাণী: “এবং অবশ্যই, আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে একজন রসূল (এই বলে) প্রেরণ করেছি যে, (একমাত্র) আল্লহর ইবাদত কর এবং ত্বগুতকে বর্জন করো।”[23]

৩. দুশমনি বা শত্রুতার মাধ্যমে।

দলিল; তাঁর ﷻবাণী: বললো, তোমরা এবং তোমাদের অতীত বাপ-দাদারা যে সব জিনিসের ইবাদত করে আসছো, সেগুলি কি কখনো তোমরা চোখ মেলে দেখেছো? এরা সবাইতো আমার দুশমন একমাত্র আল্লহ রব্বুল আলামীন ছাড়া।[24]

৪. ক্রোধ ও ঘৃণার মাধ্যমে।

দলিল; তাঁর ﷻবাণী: তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করো, তার সাথে

---

[22] *আল-হাজ্জ ২২ : ৬২*

[23] *আন-নাহল ১৬ : ৩৬*

[24] *আশ-শুয়ারা ২৬ : ৭৫-৭৭*

আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা যতক্ষণ না এক আল্লহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, ততক্ষণ তোমাদের ও আমাদের মধ্যে থাকবে চির শত্রুতা, ক্রোধ ও ঘৃণা।[25]

৫. অস্বীকার বা কুফরী করার মাধ্যমে।

দলিল; তাঁর ﷻবাণী: যে ব্যক্তি ত্বগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে সেই সুদৃঢ় হাতল ধারণ করেছে, যা কখনো ছিঁড়ে যাবে না।[26]

ত্বগুতের ইবাদতকারী কাফির, মুশরিকদের সাথে আচরণ নীতি:

ত্বগুতের অনুসারী, সমর্থক ও সন্তুষ্ট ব্যাক্তি মুশরিক, তার সাথে মুশরিকের ন্যায় আচরণ করা হবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে আসলি কাফির মুশরিকের থেকেও কঠোর বিধান আরোপ করা হবে। তার জানাজা পড়া হবে না, তাকে মুসলিমদের কবরস্থানে কবরস্ত করা হবে না, তার জবেহ করা পশু খাওয়া যাবে না, তার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মানা যাবে না, বন্ধু ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না যদিও তারা মা-বাবা-ভাই হয়, তাদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে না সর্বোপরি একজন মূর্তিপূজারী মুশরিকের সকল বিধানই তার জন্য কার্যকর হবে। আর এসকল স্পষ্টভাবে কুরআন এবং সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে।

অতএব, ঈমান আনার প্রথম শর্ত ত্বগুতকে বর্জন করা, যা আমরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" থেকে জানতে পারি।

শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতি رحمه الله বলেন, "যে ত্বগুতকে প্রত্যাখ্যান করে না, সে এখনও ঈমানদার হয় নি, আর যে ঈমানদার নয় সে পথভ্রষ্টদের সাথে নিক্ষিপ্ত হবে।"

---

[25] *আল- মুমতাহিনাহ ৬০ : ৪*

[26] *আল- বাকারা ২ : ২৫৬*

পঞ্চম অধ্যায়:

আল ওয়ালা ওয়াল বারা'আ

আল ওয়ালা: আল্লহ 'ﷻর জন্য মু'মিনদের ভালোবাসা, সমর্থন করা এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা।

আল বারা'আ: আল্লহ 'ﷻর জন্য তাঁর শত্রুদের ঘৃণা করা, তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা, বিদ্বেষ পোষণ করা, অনুসরণ না করা।

মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং কাফিরদের সাথে শত্রুতা করা ইমানের একটি রুকুন। আল্লহ ﷻমু'মিনদের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং কাফিরদের সাথে শত্রুতা করাকে ইমানের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ মানুষ যখন আল ওয়ালা ওয়াল বারা'র মূলনীতি নষ্ট করে ফেলবে তখন সন্দেহাতীতভাবেই সে ইমানের মূলনীতি নষ্ট করে ফেলবে।

রসুল ﷺবলেন, "ইমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল হলো আল্লহ 'ﷻর জন্য বন্ধুত্ব করা ও আল্লহ 'ﷻর জন্য শত্রুতা করা এবং আল্লহ 'ﷻর জন্য ভালোবাসা ও আল্লহ 'ﷻর জন্য ঘৃণা করা।"

আল্লহ ﷻবলেন, "আল্লহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এমন কোন সম্প্রদায়কে আপনি পাবেন না যারা আল্লহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করে...।"[27]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله বলেন: "আল্লহ ﷻসংবাদ দিয়েছেন যে, এমন কোনো মু'মিন পাওয়া যাবে না যে কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব করে। সুতরাং যে ব্যাক্তি কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে মু'মিন নয়।"

[27] *আল- মুজাদালাহ: ২২*

আল্লহ ﷺবলেন, "হে মু'মিনগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লহ জালিম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না"।[28]

ইমাম ইবনে হাযম رحمه الله বলেন, "এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হলো সে সমুদয় কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত একজন কাফির। আর এটাই সত্য যে ব্যাপারে মুসলিমদের দুইজন ব্যক্তিও ইখতিলাফ (মতভেদ) করেননি"।[29]

আল্লহ ﷺবলেন, "তাদের মধ্যে অনেককে তুমি দেখতে পাবে, যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা যা নিজদের জন্য পেশ করেছে, তা কত মন্দ যে, আল্লাহ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা আযাবেই স্থায়ী হবে। আর যদি তারা আল্লহ ও নবীর প্রতি এবং যা তার নিকট নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান রাখত, তবে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকে ফাসিক"।[30]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, "নিশ্চয়ই তিনি (আল্লহ (ﷺএই সকল আয়াতে সংবাদ দিয়েছেন, তাদের (কাফিরদের) সাথে বন্ধুত্বকারী ব্যাক্তি মু'মিন হবে না"।[31]

আল্লহ ﷺবলেন, "তোমাদের মধ্যে ইব্রাহিম ও তার সঙ্গীগণের মধ্যে রয়েছে উত্তর আদর্শ; যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল 'তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লহ'র পরিবর্তে যার ইবাদত করো তার সাথে আমদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের অস্বীকার করছি এবং তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে শুরু হলো চিরশত্রুতা যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লহ'র প্রতি ইমান আনো।"[32]

---

[28] আল- মায়িদা: ৫১

[29] মুহাল্লা, ১১/১৩৮

[30] মায়িদাহ: ৮০-৮১]

[31] ইক্বতিদাউ ছিরাত্বিল মুস্তাক্বীম: ১/৪১২]

[32] মুমতাহিনাহ: ৪

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আতিক رحمه الله বলেন, " আপনি জেনে রাখুন, আল্লহ ﷻকাফির মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করা ওয়াজিব করেছেন। এমনকি কুরআনে তাওহীদ আবশ্যক হওয়া এবং এর বিরোধী বিষয়গুলো হারাম করার পর এই বিধানের (আল ওয়ালা ওয়াল বারা'র) ব্যাপারে অধিক দলিল ও স্পষ্ট বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আর কোনো বিধান নেই।"[33]

মু'মিনদের সাথে ওয়ালা: মু'মিনদের সাথে ওয়ালা বাস্তবায়নের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো ভালোবাসা, এই ভালোবাসা আল্লহ 'ﷻর জন্যই হবে। আর এই ভালোবাসার কারণ আল্লহ 'ﷻর প্রতি তাদের ইমান আনয়ন করা।

যখন কোনো ব্যক্তি তার মু'মিন ভাইদেরকে তাদের ইমানের এবং আক্বীদাহ'র কারণে ভালবাসবে না–এর অর্থ হলো সে তাদের ইমান ও আনুগত্যের কারণে ঘৃণা করছে। কেননা ভালবাসা এবং ঘৃণা একত্রিত হয় না। তাই যে মু'মিনদেরকে ইমানের কারণে ভালবাসবে না–এর ফলে সে নিঃসন্দেহে তাদেরকে ঘৃণা করায় পতিত হবে এবং নিঃসন্দেহে তা এমন কুফর যা মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

কেউ যদি কোনো মু'মিনকে আল্লহ 'ﷻর আনুগত্য(শার'ঈ হিজাব করা, দাড়ি রাখা ইত্যাদি) করার কারণে কটাক্ষ করে, অপছন্দ করে, নিন্দা করে তাহলে তার এই কাজ তাকে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের করে দেবে।

কাফিরদের সাথে বারা'আ: কাফিরদের সাথে বারাআত করা হলো তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তাদেরকে ঘৃণা করা, তাদের সাথে শত্রুতা করা, সমর্থন না করা, বিরোধিতা করা। কাফিরদের সাথে বারাআত করা আক্বিদাহ'র মূলনীতি।

তাদের প্রতি এই বিদ্বেষ পোষণ করা, ঘৃণা করা ইত্যাদির কারণ হলো আল্লহ 'ﷻর প্রতি তাদের কুফর।

এখন, কাফিরদের সাথে বারাআত না করা একজন ব্যাক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে এবং কাফিরদের সাথে ওয়ালা করাও ব্যাক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে; যেমন: কাফিরদেরকে সাধারণভাবে বা তাদের দ্বীনের জন্য ভালোবাসা বন্ধুত্ব করা, তাদের শিরকি উৎসবে(হিন্দুদের বিভিন্ন পূজা, ইস্টার হলিডে, ক্রিসমাস ইত্যাদি) শুভেচ্ছা জানানো বা কিছু দান করা, ইসলাম ব্যাতিত অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা জানানো, বিধর্মীদের ধর্মীয় প্রতিক(যেমন: ক্রুশ) পরিধান করা/সম্মান করা,

---

[33] *সাবীলু আন-নাজাহ ওয়াল ফিক্কাক: পৃষ্ঠা ৩১*

কাফিরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা বা মৌখিক সমর্থন করা বা তথ্য দিয়ে(গুপ্তচরবৃত্তি) সাহায্য করা বা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা ইত্যাদি।

ইবন কাসীর رحمه الله বলেছেন:

"ইবন জারীর যা উল্লেখ করেছেন তা প্রশংসনীয়। কারণ, পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির মধ্যে একটি হলো মুমিনদের কাফিরদেরকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করা। যেমন আল্লহ তাআলা বলেছেন: "আর যারা কুফরী করে তারা একে অপরের সহায়ক। যদি তোমরা তা না কর (অর্থাৎ কাফিরদের মিত্রতা ত্যাগ না কর), তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা ও বিরাট ফাসাদ সৃষ্টি হবে।"[34]

এভাবে আল্লহ ﷻমুমিন ও কাফিরদের মধ্যকার মিত্রতার সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, যেমন তিনি বলেছেন: 'হে ঈমানদারগণ, মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না।'[35]

আর তাদের এই বক্তব্য—"আমরা তো শুধু শান্তি স্থাপনকারী"— এর অর্থ হলো: আমরা মুমিন ও কাফির উভয় দলের মধ্যে সমঝোতা চাই এবং উভয়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাই। আল্লাহ বলেন: 'নিঃসন্দেহে তারাই তো ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা অনুভব করে না।'[36]

অর্থাৎ, তারা যা সংস্কার বলে দাবি করে, তা আসলে ফাসাদের মূল, কিন্তু অজ্ঞতার কারণে তারা বুঝতে পারে না যে সেটাই ফাসাদ।"

(উদ্ধৃতি শেষ।) [37]

আমি বলছি: আল্লহ 'ﷻর শপথ! তিনি যা উল্লেখ করেছেন, আমরা তা নিজেরা শুনেছি এবং এর বাস্তবতা দেখেছি। যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়: "তোমাদের কী প্রয়োজন যাতে তোমরা পাপাচারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের সাথে মেলামেশা

---

[34] *আল- আনফাল ৮:৭৩*

[35] *আন- নিসা ৪:১৪৪*

[36] *আল- বাকারা ২:১২*

[37] *ইবন কাসীরের তাফসীরের উদ্ধৃতি সমাপ্ত*

কর?" তারা উত্তর দেয়: "আমরা আমাদের অবস্থার উন্নতি করতে চাই, তাদের কাছ থেকে দুনিয়াবী সুবিধা নিতে চাই এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাই।"

তাদের মধ্যে কিছু লোক— যারা আল্লহ ﷻসম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে এবং বাতিলপন্থীদের আপাত প্রাধান্য দেখে— তাদের সাথে জড়িতদের পক্ষ নেয়, তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদের সাথে বসতে পছন্দ করে। তারা তাদের অবস্থার ভাষায় বলে:

"আমরা আশঙ্কা করি যে আমাদের উপর কোনো বিপদ আপতিত হতে পারে।"[38]

আল্লাহ বলেন:

"নিঃসন্দেহে তারাই তো ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা অনুভব করে না।"[39]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

"মুনাফিকদেরকে সুসংবাদ দিন যে তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। যারা মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে। তারা কি তাদের কাছ থেকে সম্মান লাভের আশা করে? অথচ সমস্ত সম্মান তো আল্লাহরই।"[40]

---

[38] *আল- মায়িদাহ ৫:৫২*

[39] *আল- বাকারা ২:১২*

[40] *সাবীল আন- নাজাহ ওয়াল- ফিকাক মিন মুওয়ালাত আল- মুরতাদ্দীন ওয়াল- আতরাক*

ষষ্ঠ অধ্যায়:

আত-তাওহীদ

তাওহীদ হলো আল্লাহ ﷻএর একত্বের ঘোষণা দেওয়া। সর্বপ্রকার 'ইবাদাতকে তার দিকে নিসবত করা, তাঁর গুণাবলি তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করা এবং এতে অন্য কাউকে শরীক সাব্যস্ত না করা। তাওহীদ হলো প্রথম বিষয় যা একজন প্রাপ্তবয়স্ক (যার ওপর শারী'আহর বিধান কার্যকর হয়) ব্যক্তির জানা অবশ্যক। এটি প্রথম ফরয এবং শেষও। এটি প্রথম বিষয় যা একজন ব্যক্তিকে ইসলামে প্রবেশ করায়, শেষ বিষয় যা তার সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় এবং একে ঘিরেই কবরের প্রশ্নসমূহ আবর্তিত হয়। তাওহীদ তিন প্রকার:

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ:

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে একত্ব হলো: আল্লাহ -ﷻকে তাঁর যাবতীয় কাজের ক্ষেত্রে এক বলে স্বীকৃতি দেয়া। আর আল্লাহর কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে সৃষ্টি করা, রিযিক দেয়া, সার্বিক নেতৃত্ব, নি'আমাত দেয়া, আইন প্রণয়ন করা, আধিপত্য করা, আকৃতি দেয়া, দান করা, নিষেধ করা, উপকার-অপকার করা, জীবন দেয়া, মৃত্যু দান করা, সুদৃঢ় পরিচালনা, ফয়সালা করা ও ভাগ্য নির্ধারণ করা ইত্যাদি যে সমস্ত কাজে তাঁর কোন শরীক নেই। আর এজন্যই এর প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর ঈমান রাখা বান্দার উপর ওয়াজিব।

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ:

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে একত্বের মানে হলো: সকল প্রকার 'ইবাদাত শুধুমাত্র আল্লাহ ﷻওর জন্য নির্দিষ্ট করা এবং আল্লাহ ﷻছাড়া আর কারও 'ইবাদাত না করা। একমাত্র আল্লাহই হাক্ব মা'বূদ ও উপাস্য, সৃষ্টির কারো মধ্যে মা'বূদ হওয়ার গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নেই এবং মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই সেগুলোর অধিকার রাখে না।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত:

তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত বা আল্লাহর নাম ও গুণাবলির একত্ব হচ্ছে: আল্লাহ ﷻএর জন্য সেসব নাম ও গুণাবলি সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রসূল - ﷺও তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আর তাঁর থেকে সেসকল নাম ও গুণাবলির অস্বীকার করা, যা আল্লাহ তাঁর নিজের থেকে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁর রসূল ﷺতাঁর থেকে অস্বীকার করেছেন।

আল্লাহ ﷻএর সত্তাগত ও কর্মগত সিফাতে (গুণে) বিশ্বাস করা; কোনো ধরণের তাতিল (অর্থশূন্য, নিষ্ক্রিয়, অস্বীকার), তাহরিফ (বিকৃতিসাধন), তাকয়িফ (ধরণ নির্ধারণ), তামসিল (সাদৃশ্য নির্ধারণ বা তুলনাকরণ) ব্যতিত। যেমন: আল্লাহ ﷻএর হাত, পা, চোখ, হাসি, আশ্চর্য হওয়া, ক্রোধ এবং নস (কুরআন ও আহাদীসের পাঠ্য) -এ বর্ণিত অন্যান্য গুণসমূহে বিশ্বাস করা এবং এগুলোর ধরণ নির্ধারণ না করা। আল্লাহ ﷻআরশের উপরে উঠেছেন এবং তিনি প্রথম আসমানে নেমেও আসেন এবং এতে তাঁর আরশ ফাঁকাও হয় না।

কুরআনুল কারীম আল্লাহ ﷻএর বাণী, মাখলূক্ব বা সৃষ্টি নয়; যা আল্লাহ ﷻজিবরীল -عليه السلاএর মাধ্যমে তাঁর রসূল -ﷺ এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন।